সম্পাদকীয়—

লোক-উৎস জার্নাল নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হলো। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে লোক-উৎস নিজেকে উন্নত করে নিতে পেরেছে। তারই ফলশ্রুতি ই-জার্নাল রূপে আত্ম-প্রকাশ । স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় এর ব্যাপ্তি বহুগুণ বেড়ে গেলো। পাঠকের সংখ্যাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে আশা করছি। উত্তরবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণবঙ্গে তো বটে ভারতের ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা পাঠকের কাছে মহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যাবে খুব সহজে । অনলাইন ভার্সনের পাশাপাশি প্রিন্ট ভার্সনও নিয়মিত প্রকাশিত হবে। লোকসংস্কৃতির পরিসর থেকে বেরিয়ে আর একটু বৃহত্তরও পরিসরে সমাজবিজ্ঞানের উপরে প্রকাশিত হবে এখন থেকে । ফলে সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পত্রিকাটিতে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ করা যাবে। জার্নালটির আরও একটি দিকের ব্যাপ্তি ঘটেছে সেটা হলো জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশের দুইজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে Editorial Board সদস্য করা হয়েছে । এই শর্ত পূরণের জন্য বিশেষভাবে হাত বাড়িয়েছেন ড. এম. শাহীনূর রহমান, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য এবং ওই প্রতিষ্ঠানের লোকসংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোস্তাফিজার রহমান মহোদয়। পত্রিকা পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের এই আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা জানাই ।